লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাহী ক্ষমতার বিন্যাস

মোহাম্মদ আলী*

১.০ ভূমিকা

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর দীর্ঘ ২৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময় বাংলাদেশের জনগণ কখনো রাষ্টপতিকে আবার কখনো প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে দেখেছেন। কখনো দেখা গেছে রাষ্টপতি শুধুই রাষ্টপ্রধান, সরকার প্রধান রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বেই রাষ্ট পরিচালিত হচ্ছে। আবার কখনো দেখা গেছে রাষ্টপতি একাধারে রাষ্টপ্রধান ও সরকার প্রধান। তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি, প্রধানমন্ত্রী শুধু একজন মন্ত্রী মাত্র। তার মন্ত্রীত্বও রাষ্টপতির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কেন এমন হয় ? এ প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ প্রসংগে বলা প্রয়োজন যে, এটি নির্ভর করে সংবিধানে রাষ্টের নির্বাহী কর্তৃত্ব কার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে, তার ওপর। যেমন দ্বাদশ সংশোধনীতে প্রধানমন্ত্রীর হাতে রাষ্টের নির্বাহী ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। এর ফলে রাষ্টপতির পদটি একটি আলংকারিক পদে পরিণত হয়েছে। তবে কি রাষ্টপতির কোন কর্তৃত্ব নেই? এই প্রশ্ন দেখা দেয়া খুব প্রাসংগিক। বিশেষতঃ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন আইন অনুমোদিত হওয়ার পর এই প্রশ্নটি আরো বেশী তাৎপর্য অর্জন করেছে। সংবিধানের আলোকে এই বিষয়টি পর্যালোচনা করাই এই রচনার উদ্দেশ্য।

২.০ নির্বাহী ক্ষমতা/কর্তৃত্ব

২.১ সরকারের তিনটি বিভাগ–আইনসভা, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে–নির্বাহী বিভাগ হলো অন্যতম। নির্বাহী শব্দটি ইংরেজী executive শব্দের সমার্থক। Longman Dictionary of Contemporary English গ্রন্থে বলা হয়েছে Executive is concerned with making and carrying out decisions. আইনসভা আইন প্রণয়ন করে, বিচার বিভাগ আইনানুযায়ী বিচার করে। এ দু'য়ের মাঝে সরকারের যে সব কর্মকান্ড তা পরিচালনা করে নির্বাহী বিভাগ। এক সময় রাষ্টের দায়িত্ব ছিলো শুধু শৃংখলা রক্ষা করা। তখন নির্বাহী বিভাগের দায়িত্ব

* এস্টেট অফিসার, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ছিলো সীমিত। আজ রাষ্ট্রের দায়িত্ব বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সকল প্রকার উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের কর্ণধার আজ সরকার। সেই কাজের ভার নির্বাহী বিভাগের ওপর ন্যস্ত। বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাহী বিভাগ নামে একটি ভাগ আছে। এই ভাগে মূলতঃ নির্বাহী বিভাগের গঠন, দায়িত্ব ও ক্ষমতার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

২.২ নির্বাহী বিভাগের শীর্ষে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি এরপর প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা। তারপর রয়েছেন সরকারী কর্মচারীবৃন্দ।

৩.০ সংবিধান অনুযায়ী নির্বাহী ক্ষমতা

বাংলাদেশের সংবিধানের মোট ৪৫টি অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তবে এগুলো মূলত ঃ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা। কারণ সংবিধানে ৪৮ অনুচ্ছেদের ৩ দফায় বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। নিম্নে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা/কর্তৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

৪.০ নির্বাহী বিভাগ সংক্রান্ত ক্ষমতা/কর্তৃত্ব

৪.১ রাষ্ট্রপতির অন্যতম নির্বাহী কর্তৃত্ব হল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ। ৫৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন বলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হবেন রাষ্ট্রপতি তাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করবেন সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী নিয়োগ করবেন।

৪.২ অনুচ্ছেদ ৬৪(১)-এ বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে এটর্নি জেনারেল নিয়োগ করবেন, ৬৪(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে এটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক পাবেন এবং রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

৪.৩ রাষ্ট্রপতি কোন আদালত, ট্রাইবুনাল বা অন্যকোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যেকোন দণ্ড মওকুফ, হ্রাস এবং স্থগিত করতে পারেন, যেকোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্ব এবং বিরাম মঞ্জুর করতে পারেন। সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপতিকে এই এখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

৪.৪ অনুচ্ছেদ ৫৫(৫)-তে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশ অন্যান্য চুক্তিপত্র কিভাবে সত্যায়িত হবে রাষ্ট্রপতি তা বিধি বিধানের মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন।

৪.৫ সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে। আইনের দ্বারা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ নিয়ন্ত্রিত হবে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকাররের দায়িত্ব পালনকালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত আইন প্রযুক্ত হবে।

৫.০ আইনসভা/আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা

৫.১ অনুচ্ছেদ ৭২(১) অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করবেন। সংসদ আহ্বান কালে রাষ্ট্রপতি প্রথম অধিবেশনের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন। তবে শর্ত এই যে, বর্ণিত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন। ৭২(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংসদ ভঙ্গ হওয়ার পর পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে যুদ্ধজনিত কারণে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনক ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সংসদ পুনরাহ্বান করা প্রয়োজন তাহলে তিনি ভেঙ্গে দেয়া সংসদ আহবান করতে পারবেন।

৫.২ অনুচ্ছেদ ৭৩(১) এ বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণদান এবং বাণী প্রেরণ করতে পারবেন। ৭৩(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় সংসদে ভাষণ দেবেন।

৫.৩ সংসদ আহবান, ভঙ্গ ও ভাষণ দান সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়েও রাষ্ট্রপতির হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর তা আইনে পরিণত হয়। ৮০(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংসদ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হলে তা সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হবে। রাষ্ট্রপতি কোন বিলে (অর্থ বিল ব্যতীত) সম্মতি নাও দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁকে বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য একটি বার্তাসহ সংসদে ফেরৎ পাঠাতে হবে। অবশ্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে বিলটি যদি পুনরায় গৃহীত হয় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন হবে না। অর্থ বিল সংক্রান্ত বিষয়ে বলা হয়েছে যে, সরকারী অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে এমন কোন অর্থ বিল বা বিল রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া সংসদে উত্থাপন করা যাবে না।

৫.৪ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা। ৯৩(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পর বা সংসদ অধিবেশনরত না থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে বলে প্রতীয়মান হলে তিনি অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করতে পারবেন। এরূপ অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। তবে সংসদের পরবর্তী প্রথম অধিবেশনে উক্ত অধ্যাদেশ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে। সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কিংবা সংসদে উত্থাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে অধ্যাদেশ রহিত বলে গণ্য হবে।

৬.০ বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ক্ষমতা

৬.১ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর সকল দায়িত্ব পালন করবেন বলে বিধান রয়েছে। কিন্তু দু'টো ক্ষেত্রে এরূপ পরামর্শ প্রয়োজন হবে না। প্রথমটি হলো প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি হলো প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে শর্ত হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে হয়। কিন্তু প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধানের কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি একক ক্ষমতার অধিকারী। এছাড়া অন্যান্য বিচারকগণও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সুপ্রীম কোর্টের দু'টো বিভাগ অর্থাৎ হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যাও রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করেন। এ ছাড়া রাষ্ট্রপতি এ দু'টো বিভাগের জন্য অতিরিক্ত বিচারকও নিয়োগ করতে পারেন। এ ছাড়া রাষ্ট্রপতি কোন বিচারকের শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্য কিংবা অসদাচরণ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ তদন্ত করার জন্য সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে অনুরোধ করতে পারবেন। তদন্তে অসামর্থ্য বা অসদাচরণ প্রমাণিত হলে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট বিচারককে অপসারণ করবেন।

৬.২ সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের আসন থাকবে। তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে যেরূপ স্থানসমূহ নির্ধারণ করবেন সেরূপ স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

৬.৩ অনুচ্ছেদ ১১৫ তে বলা হয়েছে বিচার কর্মবিভাগে বা বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট পদে বিধি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করবেন। ১১৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুরী ও শৃঙ্খলা বিধান) রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে তা প্রয়োগ করবেন।

৭.০ কর্মবিভাগ সংক্রান্ত এখতিয়ার

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী সংসদের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে বলে সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে। একই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সংসদ কর্তৃক উক্ত আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণপূর্বক বিধিসমূহ প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে। এছাড়া ১৩৪ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। সংবিধানের ১৩৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সরকারী কর্মকমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। ১১৩৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে কর্মকমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের কর্মের শর্তাবলী

রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন সেরূপ হবে। ১৪১(১) অনুচ্ছেদে অনুযায়ী কর্মকমিশন প্রতি বছর মার্চ মাসের প্রথম দিনে তার পুর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বর সমাপ্ত এক বছরের রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবেন। ১৪১(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি উক্ত রিপোর্ট সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে উপস্থাপন করবেন।

৮.০ জরুরী অবস্থান সংক্রান্ত নির্বাহী ক্ষমতা

মূল সংবিধানে জরুরী অবস্থা ঘোষণার কোন বিধান ছিলো না। পরবর্তীতে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধন আইন ১৯৭৩ এর মাধ্যমে জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধান রাখা হয়। উক্ত আইনের মাধ্যমে সংবিধানে নবম 'ক' ভাগ (অনুচ্ছেদ ১৪১ ক, ১৪১ খ এবং ১৪১(গ) সংযোজন করা হয়। ১৪১ক অনুচ্ছেদে বলা হয় রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন জরুরী অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে, যাতে যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা তার কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন তাহলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে এরূপ ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর প্রয়োজন হবে।

৯.০ অন্যান্য এখতিয়ার

৯.১ অন্যান্য এখতিয়ারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ এবং চুক্তি সম্পাদন। ১২৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের জন্য একজন মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ ও তার কাজের শর্তাবলী নির্ধারণ করবেন। ১৩১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে মহা-হিসাব নিরীক্ষক যেরূপ নির্ধারণ করবেন সেইরূপ পদ্ধতিতে প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হবে। ১৩২ অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের হিসাব সংক্রান্ত মহা-হিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে, রাষ্ট্রপতি তা সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

৯.২ অনুচ্ছেদ ১৪৫-এ বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে প্রণীত সকল চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতির কর্তৃক প্রণীত বলে প্রকাশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি যেইরূপ নির্দেশ ও ক্ষমতা প্রদান করবেন তাঁর পক্ষে সেরূপ ব্যক্তি কর্তৃক সেরূপ পদ্ধতিতে তা সম্পাদিত হবে। বিদেশের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হবে এবং রাষ্ট্রপতি তা সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন। চুক্তিটি জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট হলে তা সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হবে।

১০.০ ত্রয়োদশ সংশোধনী ও নির্বাহী ক্ষমতা

১০.১ ১৯৯৬ সালের ২৮ শে মার্চ তারিখে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন আইন ১৯৯৬ অনুমোদিত হয়। এতে বলা হয়েছে যে, সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর বা সংসদের মেয়াদ অবসানের পর একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। নতুন সংসদ গঠিত

হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত উক্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহাল থাকবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক বা তার কর্তৃত্বে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে। অর্থাৎ সাধারণভাবে প্রধানমন্ত্রী যেসব ক্ষমতার অধিকারী প্রধান উপদেষ্টার ক্ষমতাও তাই। ৫৮গ (১১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাগণ যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন।

১০.২ তবে ৫৮খ(১)অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করবেন। কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। এছাড়া সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকালে প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের নিয়ন্ত্রণ রাষ্টপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান উপদেষ্টার নির্বাহী কর্তৃত্ব সর্বাংশে সমান নয়।

১১.০ সংসদ ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষ

সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রীসভা মূলতঃ সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়। মন্ত্রীসভা সংসদের নিকট দায়ী থাকে। সংসদে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। সংবিধানের ৫৫(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ি থাকবে। তবে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের একটি রক্ষাকবচ আছে। ৫৭(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য রাষ্টপতিকে অনুরোধ করতে পারেন।

১২.০ বিচার বিভাগ ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষ

সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগকে বিশেষ এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এটিকে writ Jurisdiction বলে। এর মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগ প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে/স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কোন কাজ করার বা না করার নির্দেশ দিতে পারে। এছাড়া উক্ত কর্তৃপক্ষের কোন কাজকে আইনগত এখতিয়ার বহির্ভূত হিসেবে ঘোষণা করতে পারে। সর্বোপরি বেআইনীভাবে আটক কোন ব্যক্তির আটকাদেশ রহিত করতে পারে। সংসদে প্রণীত কোন আইন সংবিধানের পরিপন্থী হলে বিচার বিভাগ সেটিকে বাতিল ঘোষণা করতে পারে। এ প্রসংগে সংবিধানের অষ্টম সংশোধন আইনের ব্যাপারে সুপ্রীমকোর্টের রায় উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রদত্ত উক্ত রায়ে সুপ্রীমকোর্ট অষ্টম সংশোধন আইনের হাইকোর্ট বিভাগ বিকেন্দ্রিকরণ সংক্রান্ত অংশটিকে বাতিল ঘোষণা করেন।

১৩.০ পর্যালোচনা

১৩.১ আমাদের সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ বিষয় ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রি ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য

সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রির পরামর্শ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন। ৫৫(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তার কর্তৃত্বে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে। এখানে গোটা মন্ত্রিসভাকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। অথচ ৫৫(৩) অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধান সংসদীয় গণতন্ত্র অনুশীলনরত অন্যান্য দেশের সংবিধানের চাইতে কিছুটা স্বতন্ত্র। যেমন ব্রিটেন ও ভারতে যথাক্রমে রাজা ও রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক প্রধান হলেও তারা মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে পারেন না। ভারতের সংবিধানের ৭৪(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "There shall be a council of Ministers with the Prime Minister at the head—to aid and advise the President, who shall in the exercise of his functions act in accordnace with such advice."

১৩.২ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ও কেবিনেটের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রফেসর স্বীথ বলেছেন The Prime Minister is the keystone of the cabinet arch. এখানে কেবিনেটের মধ্যে প্রধানমন্ত্রির মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রিকে কেবিনেট থেকে বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপ হিসেবে দেখানো হয়নি। ব্রিটেনে নির্বাহী ক্ষমতার মালিক কেবিনেট, প্রধানমন্ত্রী নন। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রিকে নিরংকুশ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। মন্ত্রীসভার অন্য সদস্যদের মন্ত্রিত্ব তার সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল। সংবিধানের ৫৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "প্রধানমন্ত্রি যে কোন সময়ে কোন মন্ত্রিকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্ত মন্ত্রী অনুরূপ অনুরোধ পালনে অসমর্থ হইলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে উক্ত মন্ত্রির নিয়োগের অবসান ঘটাইবার পরামর্শদান করিতে পারিবেন।"

১৩.৩ এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন আইনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে প্রধানমন্ত্রির সমমর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তাদের উভয়ের ক্ষমতা এখতিয়ার সমান নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ কালে প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করার যে বিধান করা হয়েছে তা সংসদীয় ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় বলে সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। তবে প্রধানমন্ত্রির নেতৃত্বে গঠিত নির্বাচিত সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বও সমান নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে শুধু দৈনন্দিন কাজ চালানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে নির্বাচিত সরকারের নিকট জনগণের বিপুল প্রত্যাশা থাকে, এ কারণেই প্রধানমন্ত্রীর হাতে ব্যাপক ক্ষমতার সমাহার ঘটানো হয়েছে।

১৪.০ উপসংহার

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে জারীকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রপতির হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারী তারিখে জারীকৃত সাময়িক সংবিধান আদেশে প্রধানমন্ত্রিকে নির্বাহী ক্ষমতা দেয়া হয়। ইতোমধ্যে পুর্ণাংগ সংবিধান প্রণীত হয়। এতে প্রধানমন্ত্রির নেতৃত্বে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার কায়েম করা হয়। এটি ছিলো এদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের রূপায়ন। কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই এই পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। রাষ্ট্রপতিকে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী করা হয়। এই পরিবর্তনের পেছনে হয়তো কারণ ছিলো। তবে সংসদীয় পদ্ধতিই যে জনগণের কাঙ্খিত তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধন আইন অনুমোদনের সময়। প্রধানমন্ত্রির নেতৃত্বে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে আনীত উক্ত সংশোধনী গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারী ও বিরাধীদলীয় সংসদ সদস্যগণ অভূতপূর্ব ঐকমত্য প্রদর্শন করেন। এ ছাড়া এই সংশোধনীটি জনগণের দ্বারাও বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়। এর একটি তাৎপর্য আছে। এর দ্বারা জনগণের অভিপ্রায় কী তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারঃ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* পৃঃ ৩৫, ৩৮, ৪০,৪৪, ৫৪, ৬২, ৬৪, ৬৬, ৭২, ৭৪, ৭৬, ৭৮, ৮০, ৮২, ৮৪, ৯৮, ১০৬, ১০৮, ১১০, ১১২, ১১৬, ১১৮ ও ১২৬)

২। রহমান গাজী শামছুর ঃ *বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষ্য, পল্লব পাবলিশার্স* ঢাকা (পৃঃ ৫৪৫ ও ৫৪৬)

৩। রহমান মিজানুরঃ *সংবিধান* ও *তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক*, সিটি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫ (পৃঃ ৫৮, ৫৯ ও ৬০)

৪। বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা মার্চ ২৮, ১৯৯৬।

৫। ত্রয়োদশ সংশোধনী বিষয়ে খন্দকার মাহবুব হোসেনের বক্তব্য দেখুন ১০ই এপ্রিল ১৯৯৬ তারিখের আজকের কাগজে।

৬। একই বিষয়ে ব্যারিষ্টার আমীরুল ইসলামের বক্তব্য দেখুন ১১ই এপ্রিল ১৯৯৬ তারিখের আজকের কাগজে।

৭। Longman Dictionary of Contemporary English, 1978, Longman Group Ltd, Great Britain, P. 180'